শ্রী মহাশিবরাত্রি ব্রত-পূজা বিধি

ভূমিকা -

পরমেশ্বর ভগবান শিবের ভক্তগণের নিকট মহাশিবরাত্রি একটি অত্যন্ত পবিত্র তিথি যেদিন ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে উপবাস , ব্রত , পূজা করলে ভগবান শিব সর্বাধিক তুষ্ট হন এবং ভক্ত মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন । ভক্তের ইহকাল ও পরকালের পরম কল্যাণ সাধন করে থাকেন । শিবরাত্রি ব্রতে উপবাস ই মুখ্য । সম্ভব হলে নির্জলা উপবাস করুন অসমর্থ পক্ষে জলপান , অধিকতর বয়সাদি বার্ধক্য ক্ষেত্রে ফলাহার আদি করতে পারেন ।

কলিযুগে শ্রেষ্ঠ উপাসনা হচ্ছে পার্থিব শিব লিঙ্গ পূজা অর্চনা। আর এই পার্থিব শিব লিঙ্গ অর্চনে সকল জাতি বর্ণের ব্যক্তিই অধিকৃত। স্ত্রী, শূদ্র, অনুপনিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এমনকি অন্ত্যজ আদি বর্ণ সংকর সকলের জন্য পরম কল্যানকারী হচ্ছে পার্থিব শিব লিঙ্গ পূজা অর্চনা ।

এছাড়াও স্বয়ম্ভু লিঙ্গ ক্ষেত্রে বাণলিঙ্গ পূজন সর্বোত্তম তাই এই পদ্ধতিতে বাণ লিঙ্গ পূজন বিধিও পৃথকভাবে দেওয়া হলো । তবে বিশেষ ভাবে মনে রাখতে হবে বাণলিঙ্গ পূজনে দীক্ষা আবশ্যক ।

তাই জগতের সকলের কল্যাণার্থে শ্রী শ্রী গুরুদেব পুরী শঙ্করাচার্য জগৎ গুরু ভগবান স্বামী শ্রী নিশ্চলানন্দ সরস্বতী জী মহাভাগের সুস্থ ক্রান্তির জন্য আবশ্যক শুদ্ধ আধার সম্পন্ন , তপনিষ্ঠ হিন্দু সেনা গড়তে, তাঁর আশীর্বাদে তাঁর শ্রী চরণ কমলে প্রণতি নিবেদন করে আমি এই **শ্রী মহাশিবরাত্রি ব্রত-পূজা বিধি** প্রণয়নে ব্রতি হলাম ।

(পূজার পূর্বে স্নানাদি সম্পন্ন করে শুভ্র শুদ্ধ বস্ত্র , রুদ্রাক্ষ মালা পরিধান করে দেবতা অভিমুখে উত্তর মুখী হয়ে বসবে ।)

হাত জোড় করে ভগবান গণেশ কে স্মরণ করবে - **শ্রী গণেশ শ্রী গণেশ শ্রী গণেশ**

০১. গঙ্গাবারি অভ্যুক্ষণ -

হাত জোড় করে মা গঙ্গা কে প্রণাম করবে অতঃপর **শ্রী গঙ্গা শ্রী গঙ্গা শ্রী গঙ্গা** বলতে বলতে তিনবার গঙ্গাজল পুজোপকরণ সহিত সর্বত্র ছিটিয়ে দেবে ।

০২. তিলক ধারণ -

ভস্ম বা অষ্টগন্ধ দ্বারা তিলক করবে । ভস্ম বিভূতি সর্বোত্তম । প্রাতঃ কালে জল মিশিয়ে (দুপুরে জল+গন্ধ তথা চন্দন মিশিয়ে, দুপুরের পর থেকে রাত্রে - শুধু শুকনো ভস্মে তিলক করবে । ভস্ম/অষ্টগন্ধ **শিবায় নমঃ** মন্ত্রে ডান হাত দিয়ে নিয়ে বাম হাতে রেখে , তারপর জল, চন্দন আদি মিশিয়ে , ডান হাতের অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা **শিবায় নমঃ** মন্ত্রে মিশ্রিত করতে করতে অভিমন্ত্রিত করতে হবে । তারপর ললাটে ধারনের সময়ও **শিবায় নমঃ** মন্ত্রেই ধারণ করবে ।ভস্ম দিয়ে করলে অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা কেবল একটি বিন্দু কাটবে। অষ্টগন্ধ দ্বারা সম্পূর্ণ ললাটে লেপন করা যাবে এবং মাঝখানে একটি বিন্দু কাটবে।

০৩. শিখা বন্ধন -

যাদের শিখা আছে তারা নিম্ন মন্ত্রে শিখা বন্ধন করবে,যাদের নেই তারা শিখার স্থানে স্পর্শ করে নিম্ন মন্ত্র পাঠ করবে । যথা -

নমো ব্রহ্মবাণী সহস্রাণী শিববাণী শতানী চ।

বিষ্ণোর্নাম সহস্রেণ শিখাবন্ধং করোম্যহম্ ।।

০৪. আচমন -

ডানহাতে কুশি দ্বারা বামহাতে একবার জল নিয়ে , ডান হাতের সকল আঙ্গুলের অগ্রভাগ দ্বারা ঐ জলে ডুবিয়ে **নমঃ বিষ্ণু, নমঃ বিষ্ণু, নমঃ বিষ্ণু** বলে তিনবার মুখে ছিটাতে হবে । অতঃপর ভালো করে হাত ধুয়ে ফেলবে। (উপনীত গণ নিজস্ব আচমণ বিধি অনুসরণ করবে ।)

০৫. মার্জন -

নিম্ন মন্ত্র পাঠ করতে করতে কুশের অগ্রভাগ দ্বারা বা ডান হাতের অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা জল নিয়ে মস্তকে, সর্বাঙ্গে, ভূমিতে এবং ঊর্ধ্ব দিকে ছিটাতে হবে । পুষ্পাদি সকল উপকরণে ছিটিয়ে দিতে হবে ।

নমঃ বিষ্ণু নমঃ বিষ্ণু নমঃ বিষ্ণু

অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্বাবস্থাং গতোঽপি বা।

যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং সবাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ।।

নমঃ পুণ্ডরীকাক্ষ নমঃ পুণ্ডরীকাক্ষ নমঃ পুণ্ডরীকাক্ষ ।।

০৬. বিষ্ণু স্মরণ -

হাত জোড় করে -

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভম্।

নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্বকর্মাণি কারয়েৎ।।

মাধবো মাধবো বাচি মাধবো মাধবো হৃদি।

স্মরন্তি সাধবঃ সর্বে সর্বকার্যেষু মাধবম্।।

০৭. গন্ধাদি অর্চনা -

বং এতেভ্যো গন্ধাদিভ্যো নমঃ মন্ত্রে পুষ্পাদি পূজোপকরণে তিনবার জল প্রোক্ষণ করবে।

০৮. নারায়ণাদির অর্চনা -

বাম হাত ডান হাতে ছুঁইয়ে রেখে একটি করে ফুল তাম্রকুন্ডের জলে দিবে।
নীচের মন্ত্রে পূজা করতে হয়—

এতে গন্ধপুষ্পে নারায়ণায় নমঃ।।

এতে গন্ধপুষ্পে শ্রীগুরবে নমঃ।।

এতে গন্ধপুষ্পে ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ ।।

এতে গন্ধপুষ্পে আদিত্যাদিনবগ্রহেভ্যো নমঃ।।

এতে গন্ধপুষ্পে ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পালেভ্যো নমঃ।।

এতে গন্ধপুষ্পে বাস্তুদেবতাভ্যো নমঃ।।

এতে গন্ধপুষ্পে সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।।

এতে গন্ধপুষ্পে সর্বাভ্যোদেবীভ্যো নমঃ।।

০৯. গুরু বন্দনা ও গুরু পরম্পরার স্মরণ -

কৃতাঞ্জলী হয়ে পাঠ করবে-

দেবাধীনা জগৎসর্বং মন্ত্রাধীনশ্চ দেবতা ।
তে মন্ত্রাঃ ব্রাহ্মণাধীনা তস্মাদ্ ব্রাহ্মণ দেবতা।।
নমো ব্রহ্মণে নমঃ। নমো ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ।।

সদাশিবসমারম্ভাং শঙ্করাচার্যমধ্যমাম্।
অস্মদাচার্য পর্যন্তাং বন্দে গুরুপরম্পরাম্।।
শ্রুতি স্মৃতি পুরাণানাম্ আলয়ম করুণালয়ম্।
নমামি ভগবৎপাদম্ শঙ্করম্ লোক শঙ্করম্ ।

শঙ্করং শঙ্করাচার্যং কেশবং বাদরায়ণম্ ।
সূত্রভাষ্যকৃতৌ বন্দে ভগবন্তৌ পুনঃ পুনঃ ॥
ঈশ্বরোগুরুরাত্মেতি মূর্তিভেদবিভাগিনে ।
ব্যোমবদ্ব্যাপ্তদেহায় দক্ষিণামূর্তয়ে নমঃ ॥

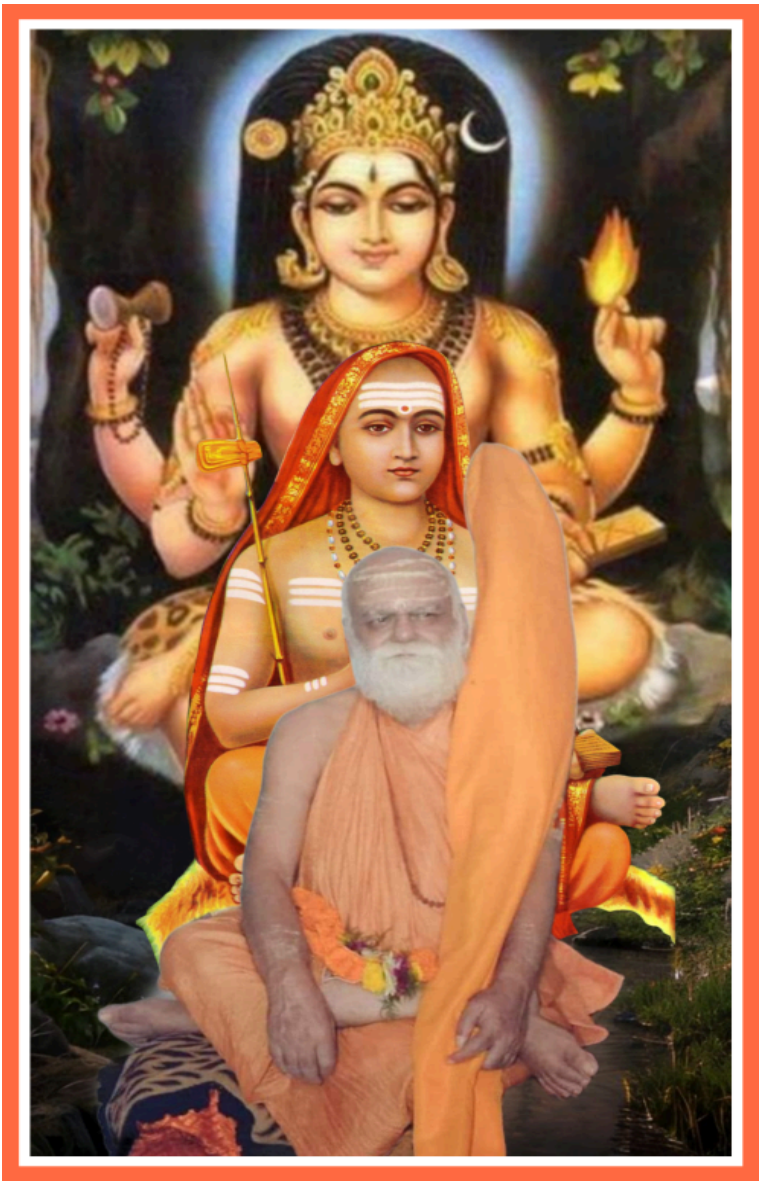

স্মার্ত অদ্বৈত গুরু পরম্পরা

১০. জলশুদ্ধি -

দেবতার ক্ষেত্রে

কোশা রাখার স্থানটিতে মধ্যমার সাহায্যে জল দিয়ে একটি ত্রিকোণ, তার বাহিরে বৃত্ত, বৃত্তের বাহিরে চতুষ্কোণ এঁকে' **'এতে গন্ধপুষ্পে আধার শক্তয়ে নমঃ"** বলে সচন্দন পুষ্প দিয়ে পূজা করে **'ফট্'** বলে কোশা মণ্ডলের উপরে রাখবে। পরে **নমঃ** মন্ত্রে কোশায় জল ভর্তি করে কোশার অগ্রে গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত বিল্বপত্র, হরিতকি, দূর্বা দিয়ে অঙ্কুশমুদ্রায় জলটি স্পর্শ করে নীচের মন্ত্রটি বলতে হয়- ***গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি ।***
নর্মদে সিন্ধু -কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।।
তারপর ' **গঙ্গাদি তীর্থেভ্যো নমঃ**' বলে ঐ জলে গন্ধপুষ্প দিয়ে ধেনুমুদ্রা দেখিয়ে মৎস্যমুদ্রায় আচ্ছাদন করে ১০ বার **নমঃ** মন্ত্র জপ করবে । অতঃপর উক্ত জল সকল উপকরণে দিয়ে দেবে । কোশার ডান দিকে তাম্রকুন্ড রাখবে ।

১১. আসন শুদ্ধি -

সামনে আসনের তলায় মধ্যমার সাহায্যে জল দিয়ে একটি ত্রিকোণ তার বাহিরে বৃত্ত ও তার বাহিরে চতুষ্কোণ এঁকে **আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ** বলে তাতে একটি ফুল দেবে । তারপর কৃতাঞ্জলি হয়ে পাঠ করবে -
পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা।
ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনম্।।
এরপর জোড়হাত করে বাঁ কানের নিচ থেকে উপরে — **শ্রী গুরুভ্যো নমঃ, শ্রী পরমগুরুভ্যো নমঃ, শ্রী পরাপরগুরুভ্যো নমঃ'।** ডানদিকে — **শ্রী গণেশায় নমঃ** । পিছনে **– শ্রী ক্ষেত্রপালায় নমঃ**। উপরে — **শ্রী ব্রহ্মণে নমঃ।** নীচে– **শ্রী অনন্তায় নমঃ** । সম্মুখে— **শ্রী পূজনীয়দেবতাভ্যো নমঃ।**

১২. প্রাণায়াম -

(অদীক্ষিত হলে অগর্ভ প্রাণায়াম অর্থাৎ জপ বিহীন প্রাণায়াম করবে । বা কোনো ব্রাহ্মণের থেকে শিব বীজ **হৌং** উপদেশ গ্রহণ করে , **হৌং** বীজমন্ত্রে প্রাণায়াম করবে । দীক্ষিত হলে দীক্ষা প্রাপ্ত বীজমন্ত্রে প্রাণায়াম করবে ।)
দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণনাসাপুট ধারণ করতঃ বায়ু রোধ করবে। বীজমন্ত্র **ষোড়শবার** জপ করতে করতে বাম নাসাপুট দিয়ে বায়ু পূরণ করে পূরক করবে । **কনিষ্ঠা ও অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা বামনাসাপুট ধারণ করে** বায়ু রোধ করে বীজমন্ত্র টি প্রথমবারের চতুর্গুণ-অর্থাৎ **চৌষট্টিবার** জপ করতে করতে বায়ু রুদ্ধ করে কুম্ভক করবে ।

তৎপরে **অঙ্গুষ্ঠ দক্ষিণনাসা হতে তুলে** বীজমন্ত্রের **বত্রিশবার** জপ করতে করতে **দক্ষিণনাসাপুট দ্বারা ক্রমে ক্রমে বায়ু ত্যাগ করে** রেচন করবে। বামহস্তে **কর-রেখায়** জপের সংখ্যা রাখিবে।

এই ভাবে পুনশ্চ **বিপরীত ক্রমে**-অর্থাৎ শ্বাস ত্যাগের পর ঐ দক্ষিণনাসা দ্বারাই পূর্ববৎ বীজমন্ত্রে জপ করতে করতে পূরক এবং উভয় নাসা রুদ্ধ করে কুম্ভক ও শেষে রেচক করতে হবে। অতঃপর পুনরায় অবিকল প্রথমবারের ন্যায় নাসাধারণ ক্রমানুসারে পূরক, কুম্ভক এবং রেচক করবে। প্রাগুক্ত সংখ্যা জপ করতে অশক্ত হলে যথাক্রমে **৮।৩২।১৬** অথবা **৪।১৬।৮** বার জপ করলেও হয়।

১৩. সঙ্কল্প -

(তামার পাত্র বা কুশিতে ফুল , অক্ষত , জল নিয়ে [বিশেষ ব্রত অনুষ্ঠানে হরীতকী দিয়ে] নিম্ন বাক্যে সংকল্প করবে **)**

বিষ্ণু বিষ্ণু বিষ্ণু , অস্য অদ্য ফাল্গুনে মাসি কৃষ্ণে পক্ষে চতুর্দ্দশ্যান্তিথৌ অমুক গোত্রঃ (নিজের গোত্র) শ্রী অমুক(নিজের নাম) শ্রী পরমেশ্বরপ্রীত্যর্থং, অস্মাকং সহ কুটুম্বানাং ক্ষেম-স্থৈর্য-বীর্য-বিজয়-অভয়-আয়ুরারোগ্য-ঐশ্বর্যাভিবৃদ্ধ্যর্থং, ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্বিধফল পুরুষার্থ সিদ্ধ্যর্থং, ভারতবর্ষে গোঘাত নিষিদ্ধার্থং , হিন্দুরাষ্ট্র নির্মাণার্থং, শাশ্বত-বৈদিক-সনাতন ধর্ম রক্ষার্থাং, শ্রী সাম্বসদাশিব দেবতা প্রসাদ সিদ্ধ্যর্থং, শ্রী মহাশিবরাত্রি ব্রত-পূজাকর্মাহং করিষ্যে ।।

ভূমিতে উল্টো করে কুশিটি রেখে , **বং** বলে জলের ছিটা দিয়ে তুলে নেবে ।

১৪. পঞ্চ দেবতা ও গুরু পূজা - (গন্ধ পুষ্প দ্বারা)

এতে গন্ধপুষ্পে শ্রী গণেশায় নমঃ। (তাম্রকুন্ডে গন্ধ পুষ্প দেবে।)

এতে গন্ধপুষ্পে শ্রী সূর্যায় নমঃ। (তাম্রকুন্ডে গন্ধ পুষ্প দেবে।)

এতে গন্ধপুষ্পে শ্রী বিষ্ণবে নমঃ। (তাম্রকুন্ডে গন্ধ পুষ্প দেবে।)

এতে গন্ধপুষ্পে শ্রী শিবায় নমঃ। (তাম্রকুন্ডে গন্ধ পুষ্প দেবে।)

এতে গন্ধপুষ্পে শ্রী দুর্গায়ৈ নমঃ। (তাম্রকুন্ডে গন্ধ পুষ্প দেবে।)

এতে গন্ধপুষ্পে শ্রী গুরুভ্য নমঃ। (তাম্রকুন্ডে গন্ধ পুষ্প দেবে।)

বাণ লিঙ্গ পূজা -

যদি কেউ বাণ লিঙ্গে শিবরাত্রির পূজা করতে চান তবে আগে বাণেশ্বর শিবের পুজো করতে হবে , অতঃপর শিবরাত্রির জন্য শিব পুজো করতে হবে । **দীক্ষিত ব্যক্তি ছাড়া বাণলিঙ্গ পূজা করা উচিত নয়।**

স্নান - " শ্রী বাণেশ্বরশিবায় নমঃ শুদ্ধোদকেন স্নপয়ামী" এই মন্ত্রে শুদ্ধ জলে স্নান করাবে ।

ধ্যান - (কূর্মমুদ্রায় সুগন্ধযুক্ত শ্বেতপুষ্প/ ধুতুরা/ আকন্দ নিয়ে)

ঐং প্রমত্তং শক্তিসংযুক্তং বাণাখ্যঞ্চ মহাপ্রভম্।
কামবাণান্বিতং দেবং সংসারদহনক্ষমম্।।
শৃঙ্গারাদিরসোল্লাসং বাণাখ্যং পরমেশ্বরম্।
এবং ধ্যাত্বা বাণলিঙ্গং যজেত্তং পরমং শিবম্।।

পূজা -

এষ গন্ধ শ্রী বাণেশ্বরশিবায় নমঃ । চন্দন দেবে ।
এতৎ সচন্দন বিল্বপত্রং শ্রী বাণেশ্বরশিবায় নমঃ । (বিল্বপত্র বোঁটা ফেলে উপুড় করে দেবে)
এতৎ পুষ্পং শ্রী বাণেশ্বরশিবায় নমঃ । ফুল দেবে ।
এতে গন্ধপুষ্পে শ্রী গৌর্যৈ নমঃ ।। গৌরীপীঠে সচন্দন লাল পুষ্প দেবে ।
এষ ধূপঃ শ্রী বাণেশ্বরশিবায় নমঃ । ধূপ আঘ্রাণ করাবে ।
এষ দীপঃ শ্রী বাণেশ্বরশিবায় নমঃ । দীপ দর্শন করাবে ।
এতন্নৈবেদ্যং শ্রী বাণেশ্বরশিবায় নমঃ । নৈবেদ্য দেবে ।

প্রণাম মন্ত্র -
বাণেশ্বরায় নরকার্ণবতারণায়
জ্ঞানপ্রদায় করুণাময়সাগরায়।
কপূরকুন্দধবলেন্দুজটাধরায়
দারিদ্র্যদুঃখদহনায় নমঃ শিবায়।।
নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর।।

যারা বাণ লিঙ্গে শিবরাত্রির কৃত্য করবেন তারা বাণলিঙ্গ পুজোর এই অংশের পরে সোজা ১৮ নং ধাপে ভগবান শিবের ধ্যান অংশ হতে শুরু করে ৪৩ নং বিসর্জন এর ধাপটি বাদ দিয়ে শেষ অব্দি বাকি সকল ধাপ করুন । কারণ বাণ লিঙ্গে পুজো করলে লিঙ্গ নির্মাণ, স্থাপন , প্রতিষ্ঠা , আবাহন, বিসর্জন করতে হবে না ।

পার্থিব লিঙ্গার্চন মুখ্য ভাগ -

১৫. শিব লিঙ্গ নির্মাণ -

স্নান করে শুদ্ধ হয়ে গঙ্গা অথবা তীর্থ স্থানের কিংবা পবিত্র স্থলের উত্তম এঁটেল মাটি সংগ্রহ করে শিব লিঙ্গ তৈরি করা উচিত । উত্তর মুখী হয়ে বসে এক অথবা দুই তোলা পরিমাণ ময়লা, কঙ্কর, কেশ রহিত পবিত্র মৃত্তিকা **" হরায় নমঃ "** মন্ত্রে হাতে গ্রহণ করতে হবে । অতঃপর **" শ্রী মহেশ্বরায় নমঃ "** মন্ত্র জপ করতে করতে শিব লিঙ্গ নির্মাণ করতে হবে । মাটির তিন টি ভাগ করে নিতে হবে । এক ভাগ মাটির দ্বারা নিম্ন অংশ হিসেবে বেদি নির্মাণ করতে হবে , আরেক ভাগ মাটি দ্বারা গৌরি পীঠ তৈরি করতে হবে , এবং শেষ ভাগ মাটি দ্বারা গৌরি পীঠের উপর শিব

লিঙ্গ বানাতে হবে । ভালো করে জুড়ে দিতে হবে । সুন্দর করে লেপ দিয়ে শিব লিঙ্গ তৈরি করতে হবে । সুন্দর শিব লিঙ্গে পুজন এর অধিক মাহাত্ম্য রয়েছে ।

গৌরি পীঠ হতে শিব লিঙ্গের মস্তক পর্যন্ত দৈর্ঘ্য এক অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ হতে হবে । তার থেকে দীর্ঘ্য হওয়া যাবে না , এবং বৃদ্ধ অঙ্গুষ্ঠীর মধ্য পর্বের থেকে ছোট তৈরি করা যাবে না । শিব লিঙ্গ তৈরি হয়ে গেলে তার মাথা টি একটু টিপে দিয়ে, মাটি দিয়ে তৈরি একটি গোলাকার ছোট গুলি অর্থাৎ **বজ্র** বানিয়ে মস্তকে বসিয়ে দিতে হবে ।

১৬. প্রতিষ্ঠা - স্থাপন -

তাম্র, রৌপ্য অথবা কাংস পাত্রের উপর একটি বিল্বপত্র চিৎ করে রেখে **"শ্রী শূলপাণে সুপ্রতিষ্ঠিত ভব"** বলে বিল্বপত্রের মধ্যদলের উপর শিব লিঙ্গ স্থাপন করতে হবে । শিব লিঙ্গের গৌরি পীঠের মুখ উত্তর মুখী রেখে স্থাপন করবে । অতঃপর পুষ্প ও অক্ষত (সাত বার ধৌত অভঙ্গুর আতপ চাল) চিৎ করা দু হাতে নিয়ে , বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠী অনামিকাদ্বয়ের নিম্ন পর্বে স্পর্শ করে **" শ্রী শূলপাণয়ে নমঃ "** বলে শিব লিঙ্গে চড়িয়ে দিতে হবে ।

১৭. আবাহন -

পুষ্প ও অক্ষত (সাত বার ধৌত অভঙ্গুর আতপ চাল) চিৎ করা দু হাতে নিয়ে , বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠী অনামিকাদ্বয়ের নিম্ন পর্বে স্পর্শ করে **" শ্রী নমঃ পিনাকিনে ইহাগচ্ছ ইহতিষ্ঠ শ্রী শিবায় নমঃ আবাহয়ামী"** বলে শিব লিঙ্গে চড়িয়ে দিতে হবে । অতঃপর জোড় হাত করে পাঠ করবে -
স্বামিন্ সর্বজগন্নাথ যাবৎ পূজাবসানকম্ । তাবত্ত্বং প্রীতিভাবেন লিঙ্গেঽস্মিন্ সন্নিধো ভব ।

১৮. ধ্যান -

কূর্মো মুদ্রায় হাতে পুষ্প নিয়ে নিম্ন মন্ত্র পাঠ করে ভগবান শিবের ধ্যান করে নিজ মস্তকে পুষ্পটি রাখবে ।

ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্।
পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্।।

১৯. মানসপূজা -

(ধ্যানে কল্পনা করবে কাশী ক্ষেত্রে গঙ্গাদি মহাপবিত্র তীর্থের ঘাটে স্নান করে উঠে , অতি শুদ্ধ শ্বেত বস্ত্র পরিধান করে , ভস্মাদি তিলকে সুসজ্জিত হয়ে , সর্ব প্রকার উৎকৃষ্ট পুষ্প , ফল , নৈবেদ্য , বস্ত্র , আভূষণ সংগ্রহ করে রত্ন সিংহাসনে ভগবানকে বসিয়ে , সকল উপাচারে পুজো সম্পন্ন করেছো।)

পুনরায় ধ্যান মন্ত্রে ধ্যান করে পুষ্পটি শিব লিঙ্গে দিয়ে দেবে ।

২০. পাদ্য-

কুশি দিয়ে জল দেবে , **এতৎ পাদ্যম্ শ্রী শিবায় নমঃ, পাদারবিন্দয়োঃ পাদ্যং পাদ্যং সমর্পয়ামি।**

২১. অর্ঘ্য -

কুশিতে ফুল , বেলপাতা , জল , চন্দন দিয়ে অর্ঘ্য সাজিয়ে দেবে । **এষো অর্ঘ্যঃ শ্রী শিবায় নমঃ, হস্তেষু অর্ঘ্যমর্ঘ্যং সমর্পয়ামি।।**

২২. আচমনীয় -

কুশি দিয়ে জল দেবে । **ইদমাচমনীয়ম্ শ্রী শিবায় নমঃ, মুখে আচমনীয়মাচনীয়ং সমর্পয়ামি।।**

২৩. স্নান -

একটি ফুল গঙ্গা জলে ডুবিয়ে ফুলে লেগে থাকা জল শিব লিঙ্গে স্পর্শ করিয়ে **" শ্রী পশুপতয়ে নমঃ "** বলতে বলতে সর্বাঙ্গে স্নান করাবে। একই ভাবে অপর একটি ফুলে কাঁচা দুধ লাগিয়ে একই **" শ্রী পশুপতয়ে নমঃ "** মন্ত্র জপ করতে করতে সর্বাঙ্গে দুগ্ধ স্নান করাবে। অতঃপর অপর একটি ফুল নিয়ে একই মন্ত্রে শুদ্ধ জলে স্নান করাবে ।

(স্নান , অভিষেক , আরতি সর্বদা ঘণ্টা বাদ্য সহিত করবে ।)

রুদ্রাভিষেক -

বিশেষ তিথি বা ব্রত দিবসে রুদ্রাভিষেক করানো যেতে পারে । তার জন্য একটি পাত্রে গঙ্গাজল বা শুদ্ধ জল রেখে , বেলপাতা কিংবা কোনো বড় ফুল দিয়ে বারংবার লিঙ্গ স্পর্শ না করিয়ে উপর থেকে বৃষ্টির মতন জল ছিটিয়ে মহাভারতে উদ্ধৃত অর্জুনকৃত রুদ্রাভিষেক স্তোত্র পাঠ করা যেতে পারে । জলধারা পার্থিব লিঙ্গে না দেওয়াই ভালো যদিনা শক্ত হয় । কাঁচা মাটির শিব লিঙ্গ জলধারায় গলে যাবার সম্ভাবনা থাকে । যদি পূর্বেই বানিয়ে শুকিয়ে রাখা যায় তবে তাতে জলধারা দিয়ে পুজো করলে অসুবিধা হবে না । তবে পূর্বে বানিয়ে রাখলে লিঙ্গ তৈরি অব্দি সকল ধাপ করতে হবে এবং পুজোর সময় শুরু থেকে সব কটি ধাপ পুনরায় করে শুধু লিঙ্গ নির্মাণ অংশ টুকু বাদ দিয়ে পরের সকল ধাপ গুলো করতে হবে ।

অর্জুনকৃত রুদ্রাভিষেক স্তোত্রম্-

নমো ভবায় শর্বায়, রুদ্রায় বরদায় চ। পশুনাং পতয়ে নিত্যম্, উগ্রায় চ কপর্দিনে।।১
মহাদেবায় ভীমায়, ত্র্যম্বকায় চ শান্তয়ে। ইশানায় মখঘ্নায়, নমোস্তুন্ধক ঘাতিনে।।২
কুমার গুরবে তুভ্যং, নীলগ্রীবায় বেধসে। পিনাকিনে হবিষ্যায়, সত্যায় বিভবে সদা।।৩
বিলোহিতায় ধূম্রায়, ব্যাধায়ান পরাজিতে। নিত্যনীল শিখণ্ডায়, শূলিনে দিব্যচক্ষুষে।।৪
হন্ত্রে গোপ্ত্রে ত্রিনেত্রায়, ব্যাধায় বসুরেতসে। অচিন্ত্যায়াম্বিকাভর্ত্রে সর্বদেব স্তুতায় চ।।৫
বৃষধ্বজায় মুণ্ডায়, জটিনে ব্রহ্মচারীনে। তপ্যমানায় সলিলে, ব্রাহ্মন্যায়া জিতায় চ।।৬
বিশ্বাত্মনে বিশ্বসৃজে, বিশ্বমাবৃত্য তিষ্ঠতে। নমো নমস্তে সেব্যায়, ভূতানাং প্রভবে সদা।।৭
ব্রহ্মবক্ত্রায় সর্বায়, শংকরায় শিবায় চ। নমোস্তু বাচস্পতয়ে, প্রজানাং পতয়ে নমঃ।।৮
নমো বিশ্বস্য পতয়ে, মহতাং পতয়ে নমঃ। নমঃ সহস্র শিরসে, সহস্রভুজমৃত্যবে।।৯
সহস্র নেত্র পাদায়, নমো সঙ্খ্যায় কর্মনে। নমো হিরন্যবর্নায়, হিরন্য কবচায় চ।
ভক্তনুকম্পিনে নিত্যং, সিধ্যতাং নো বরঃ প্রভো।।১০
এবং স্তুত্বা মহাদেবং, বাসুদেবঃ সহার্জুনঃ। প্রসাদয়ামাস ভবং তদা হ্যস্ত্রোপ লব্ধয়ে।।১১

অতঃপর পুনরায় **" শ্রী পশুপতয়ে নমঃ শুদ্ধোদকেন স্নপয়ামী "** বলে কুশি দ্বারা শুদ্ধ জল শিব লিঙ্গে দিয়ে দিতে হবে । **স্নান হয়ে গেলে তারপর অবশ্যই মস্তক হতে বজ্র টি উত্তর দিকে নামিয়ে রেখে বাকি পুজো করবে। (বাণ লিঙ্গের ক্ষেত্রে বজ্রের বিষয় নেই।)**

২৪. শিবরাত্রির প্রহরের পুজো -

যদি চার প্রহর জুড়ে পুজো করতে চান তাহলে একবার সম্পূর্ণ পূজা হয়ে গেলে সমস্ত কিছু পরিষ্কার করে আবার একদম শুরু থেকে শেষ অব্দি পুরো পুজোটি ই করতে হবে । চার প্রহরে

পার্থিব লিঙ্গে পুজো করতে চার প্রহরে চারটি পৃথক শিব লিঙ্গের পুজো হবে । আর নিম্নের প্রহরের স্নান অংশেই শুধুমাত্র পরিবর্তন হবে । অর্থাৎ উপরের সকল ধাপ করে এসে , শুদ্ধ জলে স্নান অভিষেক সম্পন্ন করার পর যখন প্রহরের স্নান হবে তখন নির্দিষ্ট প্রহরে নির্দিষ্ট দ্রব্যে স্নানাভিষেক করতে হবে ।

প্রথম প্রহর -
স্নান - "হৌং ঈশানায় নমঃ" এই মন্ত্রে দুধ দিয়ে স্নান করাবে।
অর্ঘ্য - কুশিতে জল, ফুল নিয়ে অর্ঘ্য সাজিয়ে নিম্ন মন্ত্রে শিব লিঙ্গের উপর অর্ঘ্য দেবে ।

শিবরাত্রিব্রতং দেব পূজাজপপরায়ণঃ।
করোমি বিধিবদ্দত্তং গৃহাণার্ঘ্যং মহেশ্বর।
ইদমর্ঘ্যং হৌং শ্রী শিবায় নমঃ।

প্রতি প্রহরের নির্দিষ্ট দ্রব্যের স্নানের পর শুদ্ধ জল বা গঙ্গা জলে **" শ্রী পশুপতয়ে নমঃ শুদ্ধোদকেন স্নপয়ামী "** বলে কুশি দ্বারা শিব লিঙ্গ স্নান করাবে।

দ্বিতীয় প্রহর -
স্নান - "হৌং অঘোরায় নমঃ" এই মন্ত্রে দধি দিয়ে স্নান করাবে।
অর্ঘ্য -
নমঃ শিবায় শান্তায় সর্ব্বপাপহরায় চ।
শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্যং প্রসীদ উময়া সহ॥
ইদমর্ঘ্যং হৌং শ্রী শিবায় নমঃ।

তৃতীয় প্রহর -
স্নান - "হৌং বামদেবায় নমঃ" এই মন্ত্রে ঘৃত দিয়ে স্নান করাবে।

অর্ঘ্য -
দুঃখদারিদ্র্যশোকেন দগ্ধোঽহং পার্ব্বতীশ্বর।
শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্যং উমাকান্ত প্রসীদ মে॥
ইদমর্ঘ্যং হৌং শ্রী শিবায় নমঃ।

চতুর্থ প্রহর -
স্নান - "হৌং সদ্যোজাতায় নমঃ" এই মন্ত্রে মধু দিয়ে স্নান করাবে।

অর্ঘ্য -
ময়া কৃতান্যনেকানি পাপানি হর শঙ্কর।
শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্যং উমাকান্ত গৃহাণ মে॥
ইদমর্ঘ্যং হৌং শ্রী শিবায় নমঃ।

২৫. পুনরাচমনীয় -
কুশিতে করে জল দেবে "**স্নানাঙ্গং আচমনীয়মাচমনীয়ং সমর্পয়ামি**"।।

২৬. গন্ধ চন্দন -

শ্রী খন্ডং চন্দনং দিব্যং গন্ধাঢ্যং সুমনোহরম্।
বিলেপনং সুরশ্রেষ্ঠ চন্দনং প্রতিগৃহ্যতাম্ ।।

উক্ত মন্ত্র পাঠ করে অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা শ্বেত চন্দন লাগিয়ে , **এষ গন্ধঃ শ্রী শিবায় নমঃ, গন্ধানুলেপনং সমর্পয়ামি।** বলে ভগবানের ললাটে চন্দন ফোঁটা দিয়ে দেবে । অষ্টগন্ধ থাকলে অনামিকা দ্বারা অষ্টগন্ধ শিব লিঙ্গের ললাটে **"দিব্য পরিমল গন্ধং সমর্পয়ামি"** বলে ফোঁটা দিয়ে দেবে ।

২৭. অক্ষত -

"শ্রী শিবায় নমঃ অক্ষতান্ সমর্পয়ামি" বলে শিব লিঙ্গে অক্ষত চড়াবে। (সাত বার ধৌত করে রাখা অখণ্ড আতপ চাল)

২৮. বিল্বপত্র -

ত্রিদলং ত্রিগুণাকারং ত্রিনেত্রং চ ত্রয়ায়ুধম্।
ত্রিজন্মপাপসংহারং বিল্বপত্রং শিবার্পণম্।।
দর্শনং বিল্ববৃক্ষস্য স্পর্শনং পাপনাশনম্।
অঘোরপাপসংহারং বিল্বপত্রং শিবার্পণম্।।
অমৃতোদ্ভবমালুরঃ শঙ্করস্য সদাপ্রিয়ঃ।
বিল্বপত্রং প্রযচ্ছামি পবিত্রং তে সুরেশ্বর।।

"এতৎ সচন্দন বিল্বপত্রং শ্রী শিবায় নমঃ" এই মন্ত্র পাঠ করে একটি নিখুঁত সুন্দর ত্রিপত্র যুক্ত বেল পাতা চন্দনে মেখে উপুর করে শিব লিঙ্গের উপর অর্পণ করে দেবে । অধিক বেল পাতা অর্পণ করতে **"শ্রী শিবায় নমঃ"** বলে বলে একাধিক বেলপাতা চড়ানো যাবে । বেলপাতা বোঁটা ফেলে দেবে । বোঁটা যেন শিব লিঙ্গের স্পর্শে না লাগে ।

২৯. পুষ্প -

কিছু ফুল হাতে নিয়ে নিম্ন মন্ত্র পাঠ করবে ।

পুষ্পং মনোহরং দিব্যং সুগন্ধি দেবনির্মিতম্।
হৃদ্যমভূতমাঘ্রেয়ং দেব দত্তং প্রগৃহ্যতাম্।।

ইমানি পুষ্পাণি শ্রী শিবায় নমঃ, পুষ্পাণি সমর্পয়ামি।। বলে শিব লিঙ্গে ফুলগুলি চড়িয়ে সাজিয়ে দেবে ।

৩০. গৌরী পূজা -

একটি লাল ফুল নিয়ে গন্ধ পুষ্পে গৌরীর পূজা করবে । **" এতে গন্ধপুষ্পে শ্রী গৌর্যৈ নমঃ"** বলে গৌরী পীঠের উপর ফুলটি দিয়ে দেবে ।

৩১. অষ্টমূর্তি পূজা-

একটি করে ফুল নিয়ে একটি নামে শিব লিঙ্গে অর্পণ করবে । পূর্ব দিক হতে বামাবর্তে ক্রমান্বয়ে শিব লিঙ্গের উপর গন্ধ পুষ্প দিয়ে পূজা করবে । পুজোর সময় উত্তর মুখী হয়ে বসবে, শিব লিঙ্গের গৌরি পীঠের মুখ উত্তর মুখী রেখে স্থাপন করা ছিল । নিম্ন ছবির দিক হিসেবে তির চিহ্ন ক্রমে পূর্ব হতে ঈশান হয়ে অগ্নি অব্দি আটটি পুষ্পে এক এক করে অষ্টমূর্তির পুজো করবে ।

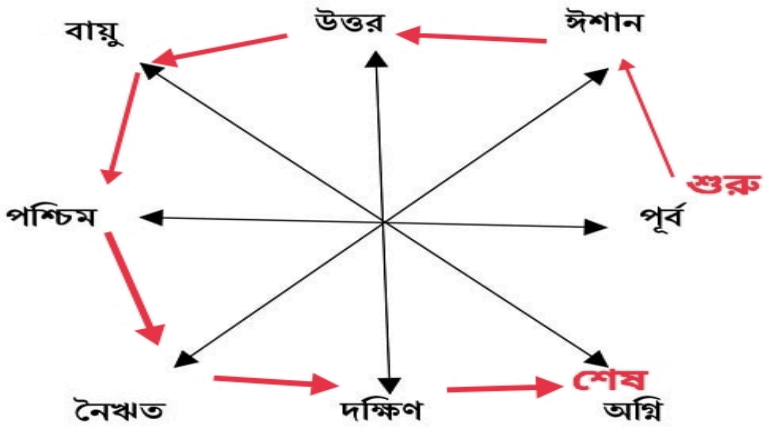

পূর্বে - শর্বায় দেবায় নমঃ ||||||||||||||||| পশ্চিমে - ভীমায় দেবায় নমঃ।
ঈশানে - ভবায় দেবায় নমঃ ||||||||||||||||| নৈঋতে - পশুপতয়ে দেবায় নমঃ।
উত্তরে - রুদ্রায় দেবায় নমঃ ||||||||||||||||| দক্ষিণে - মহতে দেবায় নমঃ।
বায়ুতে - উগ্রায় দেবায় নমঃ ||||||||||||||||| অগ্নিতে - ঈশানায় দেবায় নমঃ।

৩২. পুষ্পাঞ্জলি -

হাতে ফুল বেলপাতা নিয়ে নিম্ন মন্ত্রে অঞ্জলি দেবে - প্রথমে ধ্যান করবে

ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্।
পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্।।

অতঃপর **"এষ স্বচন্দনপুষ্পবিল্বপত্রাঞ্জলিঃ শ্রী শিবায় নমঃ"** এই মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলী শিব লিঙ্গে দিয়ে দেবে । তারপর নিম্ন মন্ত্রে প্রণাম করবে -

কর্পূরগৌরং করুণাবতারং , সংসারসারং ভুজগেন্দ্রহারম্ ।
সদা বসন্তং হৃদয়ারবিন্দে , ভবং ভবানীসহিতং নমামি ॥
নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর।।

৩৩. ধূপ -
বনস্পতিরসোৎপন্নো গন্ধাঢ্যঃ সুমনোহরঃ।
আঘ্রেয়ঃ সর্বদেবানাং ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্।
(ধূপে অক্ষত, পুষ্প ছিটিয়ে) **এষ ধূপঃ শ্রী শিবায় নমঃ, ধূপমাঘ্রাপয়ামি** (হাত দিয়ে ধূপের ধোঁয়া লিঙ্গে দিয়ে আঘ্রাণ দিতে হবে) ।

৩৪. দীপ -

সুপ্রকাশো মহাদীপঃ সর্বতস্তিমিরাপহঃ।
সবাহ্যাভ্যন্তরজ্যোতির্দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্।।

(দীপে অক্ষত, পুষ্প ছিটিয়ে) **এষ দীপঃ শ্রী শিবায় নমঃ , দীপং দর্শয়ামি।** (হাত দিয়ে প্রদীপের আলো দেখাবে)

(প্রত্যেক উপাচার নিবেদনের পরে প্রসাদি হাত ধুয়ে ফেলা কর্তব্য ।)

৩৫. নৈবেদ্য -

একটা পাত্র হতে মিশ্রী বা গুঁড় বা কিসমিস আদি নিয়ে **"এতন্নৈবেদ্যং শ্রী শিবায় নমঃ"** বলে শিব লিঙ্গের উপর চড়িয়ে দেবে । নিজেরা প্রসাদ গ্রহণ করতে চাইলে পার্থিব শিব লিঙ্গের উপরে চড়ানো কোন কিছু গ্রহণ করা যাবে না । সেই ক্ষেত্রে প্রসাদ পেতে লিঙ্গ সংস্পর্শ রহিত পৃথক পাত্রে ভোগ দিয়ে একই মন্ত্রে পুষ্প অক্ষত ছিটিয়ে নিবেদন করলে ঐ পাত্রের নৈবেদ্য গ্রহণ করা যাবে ।

অতঃপর কুশি দিয়ে একটু জল নিয়ে **"এতৎ পানার্থোদকম শ্রী শিবায় নমঃ"** বলে শিব লিঙ্গে দেবে।

৩৬. আরতি -

"শিবায় নমঃ" জপ করতে করতে এবং স্তুতি পাঠ করতে করতে আরতি করবে । প্রদীপ , কর্পূর ইত্যাদি দ্বারা আরতি করবে । আরতি ক্রম হচ্ছে দেবতার চরণে ৪বার, নাভিতে ২বার, মুখমন্ডলে ৩বার, সর্বাঙ্গে ৭ বার ।

৩৭. মহামন্ত্র জপ -

"শিবায় নমঃ" ৪০ বার জপ করে নিম্ন মন্ত্রে দক্ষিণ হস্তে এক অঞ্জলী জল নিয়ে জপ বিসর্জন করবে -

গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপম্।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেব তৎপ্রসাদাৎ মহেশ্বর ।

মন্ত্রটি বলে দেবতার হাতের উদ্দেশে মাটিতে জলটি ফেলে দিয়ে প্রণাম করবে ।

৩৮. প্রণাম মন্ত্র -

কর্পূরগৌরং করুণাবতারং , সংসারসারং ভুজগেন্দ্রহারম্ ।
সদা বসন্তং হৃদয়ারবিন্দে , ভবং ভবানীসহিতং নমামি ॥
নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর।।

৩৯. প্রার্থনা -

অনায়াসেন মরণং বিনা দৈন্যেন জীবনম্।
দেহি মে কৃপয়া শম্ভো ত্বয়ি ভক্তিমচঞ্চলাম্।।
ঋণরোগাদি দারিদ্রপাপক্ষুদপমৃত্যবঃ ।
ভয়শোকমনস্তাপাঃ নশ্যন্তু মম সর্বদা।।
নমো দেবী মহাবিদ্যে নমামী চরণৌ তব।
সদা জ্ঞানপ্রকাশং মে দেহি সর্বার্থদে শিবে।।
মনোরথান্ প্রার্থয়ামি।।
নিজ মনোকামনা জানিয়ে ভূলুণ্ঠিত প্রণাম নিবেদন করবে ।

৪০. ক্ষমা প্রার্থনা -
হাত জোড় করে নিম্ন মন্ত্রে ক্ষমা প্রার্থনা করবে -
মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং মহেশ্বর। যৎপূজিতং ময়াদেব পরিপূর্ণং তদস্তু মে ।।

করচরণকৃতং বাক্কায়জং কর্মজং বা ।
শ্রবণনয়নজং বা মানসং বাপরাধম্ ।
বিহিতমবিহিতং বা সর্বমেতৎক্ষমস্ব ।
জয় জয় করুণাব্ধে শ্রীমহাদেবশম্ভো ॥

৪১. অচ্ছিদ্রাবধারণ- কৃতৈতৎ শ্রী মহাশিবরাত্রি ব্রত-পূজাকর্ম অচ্ছিদ্রমস্তু। পূজাকালে মধ্যে মন্ত্র-তন্ত্র-স্বর-বর্ণ-ন্যূনাতিরিক্ত লোপদোষপ্রায়শ্চিত্তার্থং দশধা "শিব শিব" মহামন্ত্রজপং করিষ্যে।।
(দশবার শিব শিব জপ করবে)

৪২. শান্তি পাঠ - হাত জোড় হাত করে পাঠ করবে
স্বস্তি প্রজাভ্যঃ পরিপালয়ন্তাম্ ।
ন্যায়েন মার্গেণ মহীং মহীশাম্ ।
গো ব্রাহ্মণেভ্যঃ শুভমস্তু নিত্যম্ ।
লোকাঃ সমস্তাঃ সুখিনো ভবন্তু ॥
কালে বর্ষন্তু পর্জন্যঃ পৃথিবী শস্যশালিনী ।
দেশোয়ং ক্ষোভরহিতাঃ ব্রাহ্মণাঃ সন্তু নির্ভয়ঃ ॥
ধর্মস্য জয়োঽস্তু । অধর্মস্য নাশোঽস্তু ।
প্রাণীষু সদ্ভাবনাঽস্তু । বিশ্বস্য কল্যাণোঽস্তু ।।

৪৩. বিসর্জন -
(শিব রাত্রির পুজোয় বিসর্জন ও পারণের এই ধাপটি বাদ দিয়ে সমর্পণ হতে শেষ অব্দি করুন) পরবর্তী দিবসে প্রাতঃকালে পারণ এর (সময় সূচি দেখে) পূর্বে পুনরায় সম্পুর্ণ পুজো টি

আবার করতে হবে । কিন্তু গতরাত্রে লিঙ্গ নির্মাণ , প্রতিষ্ঠা , আবাহন স্হাপন হয়ে যাওয়ায় ঐ ধাপ গুলো আর পুনরায় করতে হবে না ।

ঈশান কোণে জল দ্বারা একটি ত্রিকোণ মন্ডল আঁকতে হবে । অতঃপর **সংহার মুদ্রায়** শিব লিঙ্গ হতে একটি পুষ্প নিয়ে তার ঘ্রাণ নিয়ে চিন্তা করতে হবে হৃদয়ে অবস্থিত দেবতা পুনরায় লিঙ্গ হতে নিজ হৃদয়ে এসে অবস্থান করলেন । অতঃপর ফুলটি **"শ্রী চণ্ডেশ্বরায় নমঃ"** বলে ত্রিকোণ মন্ডলে রেখে চণ্ডেশ্বরের পূজা করবে । শিব লিঙ্গের মাথায় একটু জল দিয়ে কাত করে রাখবে ।

একটি বড় পাত্রে জল নিয়ে " শ্রী মহাদেব ক্ষমস্ব " বলে শিব লিঙ্গ টি নির্মাল্য আদি সহিত দুহাতে তুলে ঐ জলে বিসর্জন দিয়ে দেবে । পার্থিব শিব লিঙ্গের কোনও নির্মাল্য গ্রহনীয় নয় । পরে পাত্রের সকল কিছু শুদ্ধ পবিত্র স্থানে বৃক্ষ মূলে বা নদীতে ভাসিয়ে দেবে ।

৪৪. পারণ বিধি -
শিবরাত্রির ভোগে অন্ন না দিয়ে ফলমূল দেবে । কিন্তু পারণের দিন ভেজা আতপচাল, কলা, গুঁড় আদি দিয়ে অন্ন ভোগ দেবে । পরিপাক কৃত অন্ন ভোগ ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কেউ দিতে পারে না । লুচি আদি দিতে পারে ।

বিসর্জন পুজোর পরে ডান হাতে এক গণ্ডুষ জল নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে নিম্ন মন্ত্র টি পাঠ করবে

"সংসারক্লেশদগ্ধস্য ব্রতেনানেন শঙ্কর।
প্রসীদ সুমুখো নাথ জ্ঞানদৃষ্টিপ্রদো ভব ।।"

অতঃপর পারণ জল পান করে ভালো করে হাত টি ধুয়ে নেবে ।
পুনরায় প্রণাম করবে ।

৪৫. সমর্পণ -

এতৎ কর্ম্মফলং শিবায়ার্পণমস্তু ।। *বলে প্রণাম করবে ।*

৪৬. শিখা মুক্তকরণ -
যাদের শিখা আছে তারা শিখার বিশেষ বন্ধন ও মুক্তকরণ বিধি অনুসরণ করবে। যাদের শিখা নেই এবং শিখার স্থান স্পর্শ করে শুধু দৈব কর্ম করতেই বন্ধন করেছে তারা কর্ম সমাপনান্তে নিম্ন মন্ত্রে শিখার স্থান স্পর্শ করে শিখা মুক্ত করবে-

গচ্ছন্তু সকলা দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরা:।

তিষ্ঠত্বত্রাচলা লক্ষ্মী: শিখামুক্তং করোম্যহম্।।

নমঃ পার্বতী পতয়ে হর হর মহাদেব ।।

–ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য-পুরী-পীঠাধীশ্বর-জগদ্গুরু-শঙ্করাচার্যস্য শিষ্য: শ্রীমুকুল-চক্রবর্তী বিরচিত স্মার্ত মতেন শ্রী মহাশিবরাত্রি ব্রত-পূজাবিধিঃ সমাপ্তঃ ।।

অনুবন্ধ- পাঠ যোগ্য বিশেষ কিছু স্তোত্র, **ক্ষমা প্রার্থনার** পূর্বে যা শোনানো যায়।

লিঙ্গাষ্টকম্

ব্রহ্মমুরারিসুরার্চিতলিঙ্গম্ নির্মলভাষিতশোভিতলিঙ্গম্ ।
জন্মজদুঃখবিনাশকলিঙ্গম্ তৎ প্রণমামি সদাশিবলিঙ্গম্ ॥ ১॥
দেবমুনিপ্রবরার্চিতলিঙ্গম্ কামদহম্ করুণাকর লিঙ্গম্ ।
রাবণদর্পবিনাশনলিঙ্গম্ তৎ প্রণমামি সদাশিব লিঙ্গম্ ॥ ২॥
সর্বসুগন্ধিসুলেপিতলিঙ্গম্ বুদ্ধিবিবর্ধনকারণলিঙ্গম্ ।
সিদ্ধসুরাসুরবন্দিতলিঙ্গম্ তৎ প্রণমামি সদাশিব লিঙ্গম্ ॥ ৩॥
কনকমহামণিভূষিতলিঙ্গম্ ফণিপতিবেষ্টিত শোভিত লিঙ্গম্ ।
দক্ষসুয়জ্ঞবিনাশন লিঙ্গম্ তৎ প্রণমামি সদাশিব লিঙ্গম্ ॥ ৪॥
কুঙ্কুমচন্দনলেপিতলিঙ্গম্ পঙ্কজহারসুশোভিতলিঙ্গম্ ।
সঞ্চিতপাপবিনাশনলিঙ্গম্ তৎ প্রণমামি সদাশিব লিঙ্গম্ ॥ ৫॥
দেবগণার্চিত সেবিতলিঙ্গম্ ভাবৈর্ভক্তিভিরেব চ লিঙ্গম্ ।
দিনকরকোটিপ্রভাকরলিঙ্গম্ তৎ প্রণমামি সদাশিব লিঙ্গম্ ॥ ৬॥
অষ্টদলোপরিবেষ্টিতলিঙ্গম্ সর্বসমুদ্ভবকারণলিঙ্গম্ ।
অষ্টদরিদ্রবিনাশনলিঙ্গম্ তৎ প্রণমামি সদাশিব লিঙ্গম্ ॥ ৭॥
সুরগুরুসুরবরপূজিত লিঙ্গম্ সুরবনপুষ্প সদার্চিত লিঙ্গম্ ।
পরাৎপরং পরমাত্মক লিঙ্গম্ তৎ প্রণমামি সদাশিব লিঙ্গম্ ॥ ৮॥
লিঙ্গাষ্টকমিদং পুণ্যং যঃ পঠেৎ শিবসন্নিধৌ ।
শিবলোকমবাপ্নোতি শিবেন সহ মোদতে ॥

শিবাষ্টকম

প্রভুমীশ-মনীশ-মশেষগুণং গুণহীন-মহীশ-গণাভরণাম।
রণ-নির্জ্জিত-দুর্জ্জয়-দৈত্যপুরং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম॥১
গিরিরাজ-সুতান্বিত-বামতনুং তনু-নিন্দিত-রাজত-ভূমিধরম্।
বিধি-বিষ্ণু-শিরোধৃত-পাদযুগং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম॥২
শশলাঞ্ছিত-রঞ্জিত-সন্মুকুটং কটলম্বিত-সুন্দর-কৃত্তিপটম্।
সুরশৈবলিনী-কৃত-পূতজটং প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুম॥৩
নয়নত্রীয়-ভূষিত চারুমুখং মুখপদ্ম বিনিন্দিত কোটিবিধুম।
বিধু-খণ্ড-বিমণ্ডিত-ভাল-তটং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম॥৪
বৃষ রাজ-নিকেতনমাদি গুরুং গরলাশন-মার্ত্তি-বিনাশ করিম।
বরদাভয়-শূলবিষাণ-ধরং প্রণমামি শিবং শিব-কল্পতরুম॥৫
মকরধ্বজ-মত্ত-মাতঙ্গ-হরং করিচর্ম্ম-বিলাস-বিশেকরম
স্ফুরদাদ্ভুত-কীকস-মাল্যধরং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম॥৬
জগদুদ্ভবপালননাশকরং কারুণেশ-গুণত্রয়া-রূপধরম্।
প্রিয়মাধব-সাধুজনৈকগতিং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্॥৭
প্রমথাধিপ সেবক রঞ্জনকং মুনি-যোগি-মনোহন্বুজ-ষট্পদকম।
ভজতোহখিল-দুঃখ সমৃদ্ধি হরং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্॥৮

বেদসারশিবস্তোত্রম্

॥ অথ বেদসারশিবস্তোত্রম্॥

পশূনাং পতিং পাপনাশং পরেশং, গজেন্দ্রস্য কৃত্তিং বসানং বরেণ্যম্ ।
জটাজূটমধ্যে স্ফুরদ্গাঙ্গবারিং, মহাদেবমেকং স্মরামি স্মরারিম্ ॥ ১॥

মহেশং সুরেশং সুরারাতিনাশং, বিভুং বিশ্বনাথং বিভূত্যঙ্গভূষম্ ।
বিরূপাক্ষমিন্দ্বর্কবহ্নিত্রিনেত্রং, সদানন্দমীডে প্রভুং পঞ্চবক্ত্রম্ ॥ ২॥

গিরীশং গণেশং গলে নীলবর্ণং, গবেন্দ্রাধিরূঢং গুণাতীতরূপম্ ।
ভবং ভাস্বরং ভস্মনা ভূষিতাঙ্গং, ভবানীকলত্রং ভজে পঞ্চবক্ত্রম্ ॥ ৩॥

শিবাকান্ত শম্ভো শশাঙ্কার্ধমৌলে, মহেশান শূলিঞ্জটাজূটধারিন্ ।
ত্বমেকো জগদ্ব্যাপকো বিশ্বরূপঃ, প্রসীদ প্রসীদ প্রভো পূর্ণরূপ ॥ ৪॥

পরাত্মানমেকং জগদ্বীজমাদ্যং, নিরীহং নিরাকারমোঙ্কারবেদ্যম্ ।
যতো জায়তে পাল্যতে যেন বিশ্বং, তমীশং ভজে লীয়তে যত্র বিশ্বম্ ॥ ৫॥

ন ভূমির্নং চাপো ন বহ্নির্ন বায়ু-র্ন চাকাশমাস্তে ন তন্দ্রা ন নিদ্রা ।
ন চোষ্ণং ন শীতং ন দেশো ন বেষো, ন যস্যাস্তি মূর্তিস্ত্রিমূর্তিং তমীডে ॥ ৬॥

অজং শাশ্বতং কারণং কারণানাং, শিবং কেবলং ভাসকং ভাসকানাম্ ।
তুরীয়ং তমঃপারমাদ্যন্তহীনং, প্রপদ্যে পরং পাবনং দ্বৈতহীনম্ ॥ ৭॥

নমস্তে নমস্তে বিভো বিশ্বমূর্তে, নমস্তে নমস্তে চিদানন্দমূর্তে ।
নমস্তে নমস্তে তপোয়োগগম্য, নমস্তে নমস্তে শ্রুতিজ্ঞানগম্য ॥ ৮॥

প্রভো শূলপাণে বিভো বিশ্বনাথ, মহাদেব শম্ভো মহেশ ত্রিনেত্র ।
শিবাকান্ত শান্ত স্মরারে পুরারে, ত্বদন্যো বরেণ্যো ন মান্যো ন গণ্যঃ ॥ ৯॥

শম্ভো মহেশ করুণাময় শূলপাণে, গৌরীপতে পশুপতে পশুপাশনাশিন্ ।
কাশীপতে করুণয়া জগদেতদেক- স্ত্বংহংসি পাসি বিদধাসি মহেশ্বরোঽসি ॥ ১০॥

ত্বত্তো জগদ্ভবতি দেব ভব স্মরারে, ত্বয্যেব তিষ্ঠতি জগন্মৃড বিশ্বনাথ ।
ত্বয্যেব গচ্ছতি লয়ং জগদেতদীশ, লিঙ্গাত্মকে হর চরাচরবিশ্বরূপিন্ ॥ ১১॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্যস্য শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য
শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ বেদসারশিবস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

আমার লেখা অপর পূজা, ব্রত পদ্ধতি গুলো নিম্ন প্রদত্ত ড্রাইভ লিংকে ক্লিক করলে Puja Paddhati Bengali নামক ফোল্ডারে সব পেয়ে যাবেন -

https://drive.google.com/drive/folders/1FZfBEOSBrgjtb58ziyyH_WstQcWFE0dx

লঘু নিত্যকর্ম বিধি -
https://drive.google.com/file/d/1nZRhMEiAXb3F6BLII_V8zccmTtv6mcxj/view?usp=drivesdk

লঘু লিঙ্গার্চন বিধি (পার্থিব) -
https://drive.google.com/file/d/1EWUiw-BfZRYXQRUN8muPaGxPgmrX0bth/view?usp=drivesdk

স্মার্ত একাদশী ব্রত বিধান -
https://drive.google.com/file/d/1XNUdyt9duNRWrf76XjPy9MaQP0FO6lWF/view?usp=drivesdk

লক্ষ্মী পূজা পদ্ধতি -
https://drive.google.com/file/d/1b30lbYS3JaMPPER92JnHEPQUmbmZ0Df5/view?usp=drivesdk

পরম পূজ্য জগৎ গুরু ভগবানের আশীর্বাদ সকলের উপর বর্ষিত হোক ।

অনন্তশ্রী বিভূষিত শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য পূর্বাম্নায় পুরী গোবর্ধন মঠ পুরী পীঠাধীশ্বর জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য স্বামী শ্রী শ্রী নিশ্চলানন্দ সরস্বতী মহাভাগ

ধর্ম কি জয় হো
অধর্ম কা নাশ হো
প্রাণীও মে সদ্ভাবনা হো
বিশ্ব কা কল্যাণ হো
গৌ-মাতা কি জয় হো
গৌ-হত্যা বন্ধ হো
ভারত অখন্ড হো
হর হিন্দু সেনা হো
হর হিন্দু সনাতনী হো

হাম ভারত ভব্য বানায়েঙ্গে,
হাম হিন্দু রাষ্ট্র বানায়েঙ্গে।

সাংগঠনিক পরিচয় -

নিবেদক - শ্রী মুকুল চক্রবর্তী
অধ্যক্ষ - আদি গুরু বিদ্যার্থী সংস্থা (Adi Guru Vidyarthi Sansthanam - AGVS)
Our Mission is to make Hindus practising Sanatani

যুক্ত থাকুন - আমাদের সঙ্গে সকল ধার্মিক আস্তিক গণ যুক্ত থাকতে নিম্ন প্রদত্ত লিংক গুলোতে ক্লিক করে আমাদের WhatsApp, Facebook গ্রুপ, পেজ গুলোতে যুক্ত থাকুন । সকল কিছুর প্রথম আপডেট ওখানেই দেওয়া হয় ।

Whatsapp group join link - 👇 👇 👇

https://chat.whatsapp.com/DNtfrHRlrINHTDCUC6bbpK

Whatsapp no - **8388967097**

Scan this QR Code to Join our Whatsapp Group 👇 👇 👇 👇 -

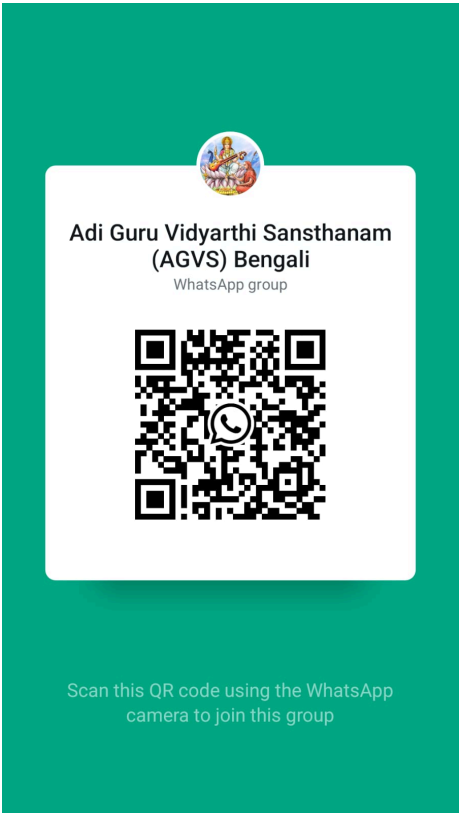
Adi Guru Vidyarthi Sansthanam
(AGVS) Bengali
WhatsApp group
Scan this QR code using the WhatsApp
camera to join this group

Facebook group link - 👇 👇 👇 👇

https://www.facebook.com/groups/516458858822636/?ref=share&mibextid=NSMWBT